সংবাদ   001

তারিখ ...৩.০৭।১৪.৮৫... পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম... ১...

চার বছরের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫০ ভাগে নিয়ে যেতে হবেঃ এরশাদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম এরশাদ আগামী ৪ বছরের মধ্যে দেশে শিক্ষিতের হার ৫০ ভাগে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে শিক্ষক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দুদিনব্যাপী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, অনেক বছর চলে গেল, বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করার পরও আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি।

তিনি বলেন, সব জাতি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। বস্তুতঃ সব স্বপ্ন জাতির শিশু ও কিশোরদের। কিন্তু আমাদের দেশের শিশুরা স্বপ্ন দেখে না। শৈশব পেরিয়ে যখন তাঁরা তারুণ্যে উপনীত হয় তখন একটি সুন্দর জীবনের সম্ভাবনার পরিবর্তে সম্মুখীন হয় ঘাত-প্রতিঘাতের বিভীষিকায়। এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় শিশুদেরকে স্বপ্নের জগতে ফিরিয়ে আনতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিশুদের মধ্যে মৌল শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে এটা সম্ভব বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, '৮৩ সালে যেসব শিশুর বয়স ছ' বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের ৫০ ভাগ যেন আগামী ১৯৮৭ বর্ষপূর্তির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে। বর্তমানে যারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ লক্ষ্যে তিনি শিক্ষার পুনর্গঠন, নবায়ন ও বাস্তবমুখী

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পাতার পর)

পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রসংগতঃ তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, অতীতে শতকরা একশ'জন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রাখা হয় কিন্তু বাস্তব কার্যক্রমের অভাবে শুধু লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়নি উপরন্তু বরাদ্দকৃত অপ্রতুল অর্থের ৪২ শতাংশের অধিক ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

দেশে বর্তমানে ৩৭ হাজার প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। যে সব গ্রামে স্কুলগুলো অবস্থিত সেই সমস্ত গ্রামের ১০ বছর থেকে ৩০ বছর বয়স্ক জনসংখ্যাকে আগামী দু'বছরের মধ্যে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার জন্য রাষ্ট্রপতি আহবান জানান। এই কার্যক্রমে সার্থক প্রতিটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন প্রাথমিক স্কুলগুলোকে পুরস্কার দেয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জিত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে সার্বজনীন শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হবে।

শিক্ষক সমাজের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজজীবনে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদেরকেও জাতীয় প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান এবং শিক্ষা সচিব জনাব কাজী জালালুদ্দিনও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজন রয়েছে—আমাদের জনগণের মধ্যে এমন মানসিকতার অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মক্রমকে সফল করে তোলার জন্য শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, দেশে ছ' বছর বয়েসী প্রায় ৫০ লাখ শিশু রয়েছে। এদের অন্ততঃ ৫০ শতাংশ যাতে '৮৭ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারে সে প্রচেষ্টাই চালানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে তিনি গ্রামের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।